সংবাদ

তারিখ 30 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন মন্ত্রণালয় কেন ব্যবস্থা নেবে না

চলতি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ইংরেজি প্রশ্নপত্রের একটি প্রশ্ন নিয়ে সমালোচনা চলছে। প্রশ্নপত্রে সৈকত ইসলাম নামে এক ছাত্রের বাবা-মা, তাদের পেশা ও অবস্থান নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ দেয়া হয়। সেটির ওপর করা কয়েকটি প্রশ্নের একটিতে সৈকত নাম দিয়ে জানতে চাওয়া হয় সে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ কিনা। অল্প বয়সী শিশুদের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজনের এমন প্রশ্ন করায় এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন অনেকে। অনেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেও সমালোচনা করে মন্তব্য করছেন। সমালোচকদের কেউ কেউ বলছেন, পঞ্চম শ্রেণীর শিশুদের মধ্যে এভাবে নাম দিয়ে ধর্মীয় পরিচয় জানার কোনো মানে হতে পারে না। অনেকে এটিকে 'সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন' বলে মন্তব্য করেছেন।

এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর বলেছেন, সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)। কেউ অভিযোগ করলে এ বিষয়ে নেপের কাছে জানতে চাওয়া হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে অভিযোগ না করলে কোন দোষই দোষ বলে গণ্য করার চল নেই। কেউ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে কোনো 'ত্রুটি' ত্রুটিই নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ ভুল কি শুধুই ভুল? ছোটখাটো অপরাধ? আমরা মনে করি, বিষয়টি অবশ্যই তা নয়। আমরা জানি, একটি প্রশ্ন যখন প্রণীত হয়, তার সঙ্গে অনেকে জড়িত থাকেন। কয়েকজন শিক্ষক প্রশ্ন করেন, আরও কয়েকজন সঠিকভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে কিনা তা দেখেন। এরপরেও প্রশ্ন নিয়ে আরও অনেক-তদারকির ব্যবস্থা আছে। এতগুলো স্তর পেরিয়ে কী করে এই সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন পরীক্ষার হলে ঢোকে সেটাই প্রশ্ন। বিষয়টিকে মোটেই হালকা করে দেখার সুযোগ নেই। স্পষ্টতই বোঝা যায়, এই ভুলের পেছনে যথেষ্ট 'কিন্তু' আছে।

অবশ্য এত কিছুর পরও আমরা এখনও জানি না, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে আদৌ ভুল হিসেবেই দেখছে কিনা? তারা তো বলেই দিয়েছে, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এলেই ব্যবস্থা, নতুবা নয়। এভাবে অভিযোগবিহীন কত ভুল ছাত্রদের গলাধঃকরণ করানো হচ্ছে সেটাও জানা দরকার।

প্রাইমারি স্কুল তথা পিএসসি পরীক্ষায় যখন ধর্ম পরিচয় চিহ্নিত করা জরুরি হয়ে পড়ে তখন বুঝতে হয়, একটা শিশুকে জীবনের শুরুতে বুঝিয়ে দেয়া হয় ধর্মীয় পরিচয় কতটা জরুরি। আর এই ধর্মীয় বিভাজনটা যে জানা জরুরি তাও বুঝিয়ে দেয়া হয়। আমরা মনে করি, তাদের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়ে শুরুতেই বিভাজন বুঝিয়ে দিয়ে অমানুষ হওয়ার বীজ বপন করা হচ্ছে। কচি মনে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। এমন সূক্ষ্মভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বীজ যারা কোমলমতি শিশু-কিশোরদের মনে গেঁথে দেয়ার অপচেষ্টা চালায় তারা যে অন্যত্রও এমন চাতুরতার আশ্রয় নিতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা মনে করি, বিষয়টিকে অবশ্যই গুরুত্ব নিয়ে দেখা দরকার। আমাদের সংবিধানের ২৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, শুধু ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। সুতরাং বাংলা নামে নাম রাখা সৈকত ছেলেটির ধর্ম পরিচয় জানার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও সামাজিক বিভাজনের যে সূত্রপাত ঘটানোর অপচেষ্টা হচ্ছে সেটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। এটা সংবিধানের বরখেলাপ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিপন্থী।

আমরা চাই, যারা এই প্রশ্ন প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাদের অবশ্যই বিচারের কাঠগড়ায় আনতে হবে। এ ধরনের চিন্তা যারা লালন করেন সেই সব শিক্ষককের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। শুধু শিক্ষকই নয় সমাজের প্রতিটি স্তরের মূল্যবোধকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতার অসুস্থতাকে পুনরুজ্জীবনের সুযোগ দেয়া যাবে না।